

জাপানে অমঙ্গলের ছায়া

অনীশ দাস অপু



জঙ্গলে অমঙ্গলের ছায়া

শোঁ শোঁ বাতাস কেটে এগিয়ে চলছে 'হিরো স্নিক'। ফোরস্ট্রোক ইঞ্জিন বলে বেশ সুবিধা মত লং রোডে ড্রাইভ করা যাচ্ছে। রাত বাড়ার আগেই আশা করছি ধনবাড়ি পৌঁছে যেতে পারব। মোটামুটি মাঝরাতে পৌঁছে নাদিয়া-রনিকে চমকে দেবার ইচ্ছা আমার। 'আর্কির চিপা' আড্ডাতে তাদের আমন্ত্রণ আসলেই ছিল আন্তরিক।

'আর্কির চিপা' হচ্ছে আমাদের বুয়েট লাইফের একটা কমন আড্ডা। আর্কিটেকচার বিল্ডিং-এর পিছনে গাছে ঢাকা নির্জন জায়গাটা আড্ডা দেয়ার জন্যে ছিল আদর্শ। থিউরী অভ মেশিন আর স্ট্যাবিলিটি ক্যালকুলেশনের জটিল চার্টারগুলো সলভ করার ফাঁকে ফাঁকে এসে সবাই জমায়েত হতাম 'আর্কির চিপা'তে। আড্ডাটা বেশির ভাগ সময়ই জমে উঠত রনি আর নাদিয়ার ডায়নামিক স্ট্যাবিলিটি ক্যালকুলেশনের জটিল মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে। বইয়ের পাগল শিবলীও নতুন নতুন কাহিনী বলে কিংবা বানিয়ে জমিয়ে রাখত আড্ডাটা।

আড্ডা আর রনি-নাদিয়ার জমপেস প্রেম দেখতে দেখতেই কেটে গেল বুয়েট লাইফটা। নাদিয়া পড়ত সিভিল ডিপার্টমেন্টে আর রনি আমাদের সাথে মেকানিক্যাল। রেজাল্ট অবশ্য নাদিয়ারই ভাল হলো। এতে খুব একটা অবাক হলাম না, কারণ রনিকে দেখতাম পরীক্ষার আগে হিট ট্রান্সফারের অঙ্ক করতে গিয়ে নাদিয়াকে হার্ট ট্রান্সফারের থিসিস লেখাত। সবাই অবাক হলাম যখন দেখলাম আমরা বুয়েট থেকে বের হয়ে যখন চাকরির ধান্দায় ঘুরছি ঠিক তখন নাদিয়া-রনি ধাম করে বিয়ে করে হানিমুনের প্ল্যান করছে।

পাস করার পর বছর খানেক কেটে গেল। আবার সবাই একসাথে হলাম আর্কির চিপায় অনেক দিন পরে। প্রধান আকর্ষণ রনি-নাদিয়া। অবশ্য এখন ওরা স্বামী-স্ত্রী। খুব দুষ্টামি করলাম আমরা। নাদিয়াকে বললাম, 'ভাবী, চকবার খাওয়ান।' চকবারের পালা শেষ হলে আবার রনিকে বলছি, 'দুলাভাই, ঠাণ্ডা খাওয়ান।'

হাবীব বলল, 'কীরে নাদিয়া, রনির সাথে কেমন জমাচ্ছিস?'

ওর ভঙ্গিতে বিপজ্জনক কিছু টের পেয়ে নাদিয়া থামিয়ে দিল। 'না, তোদের আর এগুতে দেয়া যাবে না, তোদের কথার কোন স্টেশন নেই। কখন কী বলে বসবি।'

রনি বলল, 'আয় না দোস্ত, তোরা একবার ধনবাড়িতে আমাদের সংসার দেখে যাবি। সুন্দর একটা রাজবাড়ি আছে ওখানে। পিকনিক করা যাবে।' শিবলীর দিকে তাকিয়ে যোগ করল, 'তুই তো বেশ থ্রিলার ট্রিলার পড়িস। ঘুরে আয়, বেশ থ্রিল

পাবি। আমাদের বাড়ির পাশেই একটা সুন্দর বাড়ি আছে, পুকুরওয়ালা বিশাল বাড়ি।
তোর “মাসুদ রানা” সিরিজ রাইটারের এক রিলেটিভের বাসা। গেলে পরিচয় করিয়ে
দেব।’

আরও অনেক কিছু লোভ দেখাল তারা। আজ টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে একটা
অফিশিয়াল কাজে এসেছিলাম। কাজ সেরে চলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো রণি-
নাদিয়াকে একটু চমকে দিলে কেমন হয়! মটর সাইকেলে বেশিক্ষণ লাগবে না
ধনবাড়ি যেতে। রাস্তাও মোটামুটি ভাল। একটানে গেলে রাত দশটা এগারোটোর মধ্যে
পৌঁছে যাওয়া যাবে। যাত্রার ক্লান্তি দেহে। ভাবলাম গিয়েই গোসল করে ফ্রেস হয়ে
জমিয়ে আড্ডা দেব। কিন্তু আমার কপাল মন্দ। তখন আমি কল্লনাও করতে পারিনি
যে কী ভয়ঙ্কর একটা রাত আমার সামনে। আসলে সবই ভাগ্যের লিখন। নইলে
ঘাটাইল সেনানিবাস পাশ কাটিয়ে কেন আমি ধনবাড়ির রাস্তা ছেড়ে মধুপুর জঙ্গলের
রাস্তা ধরব।

হঠাৎ করেই আমার বাইক যন্ত্রা রোগীর মত কাশতে শুরু করল। ভাবলাম
স্পার্কপ্লাগ কিংবা অন্য কোথায়ও ময়লা জমেছে। এটা সেটা নাড়াচাড়া শুরু করলাম।
কীভাবে কী হলো জানি না, হঠাৎই ইঞ্জিন সচল হয়ে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।
একটু সামনে এগুতেই একটা দোকান চোখে পড়ল। সিগারেট ধরিয়ে জিগ্জেন্স
করলাম ধনবাড়ি কত দূর। উত্তর শুনে ভীষণ হতাশ হলাম। এটা ধনবাড়ির রোড না।
ধনবাড়ি ডানদিকে, আমি বামে চলে এসেছি। ভাবলাম বনের ভিতর দিয়ে যে রাস্তা
আছে সেটা পার হয়ে আবার ডানের রাস্তা ধরব। আর এখানেই আমি জীবনের চরম
বোকামি করলাম। বনের ভিতর দিয়ে মাইল দুয়েক এগিয়েছি, দেখলাম রাস্তা সরু
হয়ে এসেছে। সেই সরু রাস্তা দিয়ে কতক্ষণ চলেছি ঠিক বলতে পারব না, তবে মনে
হচ্ছিল অনন্ত কাল চলছি। আসল দুর্ভোগ শুরু হলো যখন বাইকটা কয়েকবার ঝাঁকি
খেয়ে স্থির দাঁড়িয়ে গেল। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলাম, কোন কাজ হলো না। চারদিকে
কোথাও জনমানবের সাদা নেই। কোন আলোও দেখা যাচ্ছে না।

আমি খুব একটা ভীতু নই। তবু কীসের এক অজানা অমঙ্গল আশঙ্কায় বুক
কঁপে উঠল। কীসের এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে আমি সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। বাইক
ছেড়ে নড়তে চাচ্ছি না। কিন্তু অদৃশ্য হাতছানির কাছে যেন আমি অসহায়। না
চাইলেও এগিয়ে যাচ্ছি। সামনে একটা টিলা।

টিলাটা পাশ কাটিয়ে ওপাশে যেতেই পরম স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম। আমি যার
প্রত্যাশা করছিলাম ঠিক সেই জিনিসটাই পেয়ে গেলাম। ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে
আলো আসছে চুইয়ে চুইয়ে। আলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। অজানা আশঙ্কাটা আস্তে
আস্তে কেটে যাচ্ছে। সামনে এগিয়ে চোখে পড়ল আলোর উৎস।

একটা পুরানো ধাঁচের বাড়ি। দেয়ালের কাজ দেখে বোঝা গেল এক সময় এর
খুব জৌলুস ছিল।

মোটামুটি বেশ বড়ই বাড়িটা। যদিও অস্বাভাবিক তেমন কিছু চোখে পড়ল না,
তবে কেমন একটা অন্ধকার অন্ধকার ভাব। পরে খেয়াল করলাম বাড়িসহ

আশেপাশের সমস্ত অঞ্চলটিতে চাঁদের আলো পড়ছে না। এক খণ্ড মেঘ মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দরজার কড়া নাড়লাম। শক্ত মজবুত লোহা কাঠের দরজা। ভিতর থেকে কোন সাড়া পেলাম না। এবার ডাকলাম শব্দ করে, 'ভিতরে কেউ আছেন?' কোন সাড়া নেই। ভাল করে খেয়াল করলাম দালানটা। শ্যাওলা পড়ে গেছে। আলো আসছিল একটা জানালা দিয়ে।

ভিতর থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। ভাবছি প্রচণ্ড জোরে আঘাত করব দরজায়। হয়তো ভিতরের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন সময় হালকা একটা আওয়াজ পেলাম। পা ঘসটানোর শব্দ। পরক্ষণেই দরজার খিল খোলার শব্দ। ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজা।

যাকে সামনে দেখলাম তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না আমি। মোমবাতি হাতে একজন আদিবাসী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্ব সুন্দরী। চোখগুলো বড় বড়। মনে হচ্ছে সাজগোজ করে মহিলা কারও জন্যে অপেক্ষা করছিল। ঘুমের রেশ মাত্র নেই তার চোখে। আমাকে দেখে মৃদু হাসল। আমন্ত্রণের হাসি।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। ভুল দেখছি না তো! মহিলার বয়স বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। মহিলা না বলে তরুণী বলাই বোধ হয় ঠিক হবে। পরনে তার খুব স্বল্পবসন। দুই প্রস্থ কাপড় দিয়ে ঢেকেছে উপর এবং নীচের অংশ। মাঝখানে নাভী এবং তার চারপাশের বিপজ্জনক কিছু অংশ অনাবৃত। কোন মতে নিজেকে সংবরণ করে আমার সমস্যার কথা তাকে বোঝাতে শুরু করলাম। তরুণী আমার কথা বুঝল কিনা বোঝা গেল না। স্মিত হাসল কেবল। ইঙ্গিতে আমাকে ভিতরে ঢুকতে বলল। আমি ঢুকতে সে আমাকে গা ঘেঁষে পাশ কাটাল দরজা বন্ধ করার জন্যে। হালকা একটা গন্ধ পেলাম। কোন বিদেশী সেন্টের গন্ধ নয়। বন্য মাদকতাপূর্ণ গন্ধ। একটা নরম দুর্লভ স্পর্শে পুলকিত হলাম। ভিতরে ঢোকার ইঙ্গিত করল তরুণী।

ছোট টেবিলটার উপর রাখা বাতিটি নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল মেয়েটি। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। ভিতরের রুমে তেমন কোন আসবাব নেই। কেবল একটা সিঙ্গেল খাট। তার উপর ছোটখাট এক বৃদ্ধ মহিলা শুয়ে আছেন। আমাকে দেখে কোন কথা বললেন না। তবে আমাকে দেখে যে খুশি হয়েছেন বোঝা গেল তাঁর চোখে আনন্দের ঝিলিক দেখে। বৃদ্ধার সাথে কী যেন কথা বলল আমার পথ প্রদর্শক মেয়েটি। উপজাতীয় ভাষা। আমি কিছুই বুঝলাম না।

বৃদ্ধা আমাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন। বিছানার কাছে গিয়ে একটা উৎকট দুর্গন্ধ টের পেলাম। বৃদ্ধা আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর ইশারায় মেয়েটির সঙ্গে যেতে বললেন।

মেয়েটি আমাকে খুব আন্তরিকভাবে দু'তলার একটা ঘরে নিয়ে এল। বাড়িটি আসলে দোতলা। এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। মাথার উপরে বাড়ির ছাদ। মেয়েটির দিকে তাকলাম। সে চোখের তারায় ঝিলিক তুলে স্মিত হাসল। তারপর ইশারায়

এখানে থাকতে বলে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে কি আমাকে কোন ইঙ্গিত করে গেল?

ঘুরে ঘুরে দেখলাম ঘরটি। তেমন আসবাবপত্র নেই। একটা সেগুন কাঠের পুরানো দিনের খাট। অনেক ডিজাইন করা খাটটি। দেয়াল বরাবর দুটি চেয়ার। এককোণে খুব ভারি একটা টেবিল। টেবিলের উপর ধাতব বাতিটা। মেয়েটিই এটা বহন করে নিয়ে এসেছে।

হঠাৎ মনে পড়ল দোতলায় ওঠার প্যাসেজটা বাতি ছাড়া খুব বিপজ্জনক। মেয়েটি অন্ধকারে নামবে কী করে? একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ভেবে বাতিটি নিয়ে মেয়েটিকে সাহায্য করার ইচ্ছা হলো। আর তখনই ব্যাপারটা খেয়াল করলাম।

বাতিটি সম্ভবত ব্রোঞ্জের তৈরি। হাতে তুলে নিতে গিয়ে অবাক হই ভীষণ। প্রচণ্ড ভারি বাতিটি। দু'হাতে তুলতে চেষ্টা করি। অসম্ভব, এক ইঞ্চিও নড়ানো গেল না। অথচ এটাই এতক্ষণ মেয়েটি একহাতে নিয়ে দিব্য ঘুরে বেড়িয়েছে। খেয়াল করলাম ভাল করে, টেবিলের সাথে এটা আটকানো কিনা? না তো!

ভাবলাম মেয়েটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করব রহস্যটা কী। দরজা টান দিয়ে দেখি তা ওপাশ থেকে বন্ধ।

ঘরের অন্য পাশে আরেকটি দরজা। সেটিও বন্ধ, ভাবলাম, মেয়েটি একা। আমি তার একাকিত্বের সুযোগ নিতে পারি ভেবে হয়তো দরজা আটকিয়ে দিয়েছে।

যাক। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বেশ। ঘুমানো দরকার। মৃদু আলোতে কাগড় ছাড়লাম। শুতে যাবার আগে ভীষণ ইচ্ছা হলো গোসল করার। ঘরের অপর দরজাটা হয়তো গোসলখানা। দেখি চেষ্টা করে খোলা যায় কিনা। আমার কাছে অফিসের একগোছা চাবি আছে। বাসারও কিছু চাবি আছে। সেগুলো দিয়ে চেষ্টা করলাম। এবং দরজা খুলে গেল।

খুব স্বস্তি পেলাম। কারণ এটা গোসলখানাই। বাতির খোঁজ করলাম। কারণ ধাতব বাতিটি নড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব। নিশ্চয়ই কোন কৌশল আছে। অনেক খুঁজেও আলোর ব্যবস্থা হলো না। অগত্যা অন্ধকারেই গোসলের জন্যে তৈরি হলাম।

কল খুলে অবাক হলাম। শোবার ঘর থেকে যে হালকা আলো আসছে তা থেকে বুঝলাম এখানকার পানিতে আয়রন খুব বেশি। লাল পানি। অবশ্য কল অব্যবহারে মরচে পড়েও এ রঙ হতে পারে।

বিদেশী কায়দায় একটা বাথটাবও আছে এখানে। যদিও সেকেলে ধরনের। প্যান্ট খুলে টাবে নামলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার দম আটকে এল। হায় আল্লাহ, এ কী? টাবটার চারদিক আর তলাটা কেমন পিচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, এ রক্ত। হয়তো মানুষের। লাফিয়ে উঠে এলাম। মুহূর্তের জন্যে হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। হুঁশ হলে খেয়াল করলাম আমার সারা শরীর রক্তে লাল হয়ে আছে। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে হবে। যে করেই হোক আলোটা আনতে হবে।

শোবার ঘরে এসে বাতিটা সরানোর কায়দা খুঁজতে লাগলাম। কিছুতেই আটকানো নেই বাতিটা। মোটামুটি একটা পানি খাওয়ার জগের মত বড় বাতিটা।

অনেক চেষ্টা করে বাতির ওজনকে পরাস্ত করলাম। টেনে টেনে নিয়ে এলাম গোসলখানায়। যা ভেবেছিলাম, তাই। রক্ত আর রক্ত। মানুষেরই রক্ত। কারণ এক কোণে পড়ে আছে তারই নমুনা-দুটি লাশ। দুজনেই সম্ভবত উপজাতীয়। কিছুটা বিকৃত লাশ দুটি। রক্ত বের করার জন্যে বিভিন্ন স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমার চিন্তাশক্তি গুলিয়ে গেছে। বিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। কিছুটা ধাতস্থ হলে প্রথমেই তোয়ালে দিয়ে মুছে নিলাম রক্ত। শোবার ঘরে আসতেই মনে হলো এতক্ষণ যা দেখেছি সব স্বপ্ন। কিন্তু তোয়ালেতে রক্তের ছোপ, তাকে অস্বীকার করি কী করে? তারমানে এ জুলজ্যান্ত সত্য। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সত্য।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের মনকে সংযত করার চেষ্টা করলাম। তারপর আস্তে ধীরে কাপড় পরে নিলাম। আশেপাশেই আছে মূর্তিমান আতঙ্ক। কোন মতেই আর বসে থাকা যায় না। লাশের যা অবস্থা তাতে স্পষ্ট যে শরীরের সমস্ত রক্ত নিংড়ে নেয়া হয়েছে। এতক্ষণ স্পষ্ট হলো বাড়ির বাসিন্দাদের আচরণ। মাঝরাতে একা এক রমণী কী করে একজন অচেনা সমর্থ পুরুষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ঘরে তোলে! বৃদ্ধার চোখ আমাকে দেখে কেন খুশির ঝিলিক খেলেছিল! হয়তো বৃদ্ধার কিংবা মেয়েটির জন্যে রক্ত কোন অপরিহার্য আহাৰ্য। হয়তো আমিই তাদের পরবর্তী শিকার। শিউরে উঠলাম। দৌড়ে গেলাম জানালার কাছে। এতক্ষণ এটার দিকে নজরই পড়েনি আমার। কিন্তু হতাশ হলাম-শক্ত পাল্লায় পেরেক ঠোকা। খোলা যাবে হয়তো, কিন্তু প্রচুর সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। দরজার কাছে দৌড়ে গেলাম-বাইরে থেকে বন্ধ। অর্থাৎ আমি বন্দী।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় পায়ের আওয়াজ। আওয়াজটা ক্রমশই এগিয়ে আসছে। দরজার সামনে এসে থেমে গেল।

মহা আতঙ্ক ভর করেছে আমার মধ্যে। বুকের টিব টিব শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। কপালের শিরা লাফাচ্ছে।

খট করে দরজাটা খুলে গেল। সামলে নিলাম নিজেকে।

দরজায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। বুকের কাপড়ের গিঁট খুলতে ব্যস্ত হলো। আমি সাহস করে বলে উঠলাম, 'প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে আমার, এক ঘণ্টা ঘুমুতে পারি কি?' জোর করে হাসি ফোটালাম মুখে।

সে আমার কথা কী বুঝল জানি না। স্মিত একটু হাসল। তারপর উল্টো ঘুরে চলে গেল। যাওয়ার আগে দরজাটা বন্ধ করতে ভুলল না।

মেয়েটা চলে যাওয়ার পরই নিজেকে ধিক্কার দিলাম। কেন যে ওকে কারু করে পালালাম না। আসলে তাকে দেখেই আমার শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া, বাতিটা যে একহাতে নিয়ে এসেছে তার নিশ্চয়ই শক্তি প্রচুর! হয়তো পারতাম না।

সিঁড়ি দিয়ে পায়ের আওয়াজ ক্রমেই পিছিয়ে গেল। পালানোর উপায় খুঁজতে লাগলাম। চারপাশটা ভাল করে দেখা দরকার। বাতিটা রয়েছে গোসলখানার দরজার কাছে। আবার অনেক কষ্টে সেটা বয়ে আনলাম। চারপাশটা ভাল করে দেখার জন্যে ভারি বাতিটা খাটের উপর রাখলাম। খাটটা কি কিছুটা ডেবে গেল বাতিটার ভারে?

ঘটনার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। খেয়াল করিনি এতক্ষণ, খাটের উপরের ছাদটা থেকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সুচালো তিনটি ধাতব রডের মত ঝুলে ছিল। বাতিটার ভারে সম্ভবত খাটের সাথে পাতা কোন ফাঁদের মুখ খুলে গিয়েছিল। ধাতব বস্তু তিনটি প্রবল বেগে নেমে এল। সেই সাথে পাশের দেয়াল থেকেও দুটি ধাতব শলাকা তীর বেগে বেরিয়ে এল। বুঝলাম খাটের মধ্যে বসলে কিংবা শুলে একটা না একটা শলাকা আমার গায়ে লাগতই। নিশ্চয়ই বিষ মাখানো?

নিতান্ত কপালগুণেই বেঁচে গেলাম। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হতাশ ভাবে এদিক সেদিক তাকাচ্ছি। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। দ্রুত এগিয়ে আসছে দরজার দিকে। হয়তো এটা আমার উত্তেজিত স্নায়ুর জন্যে শুনছি। কিন্তু পরক্ষণে দরজা খোলার শব্দ। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এক লাথিতে বাতিটা খাট থেকে ফেলে দিলাম। ভয় পেলে চলবে না। সাহস করে বাথরুমে ঢুকে পড়লাম। দরজা সামান্য ফাঁক করে দেখতে লাগলাম কী ঘটে। বাতিটা পড়ে গেলেও, নেভেনি। চাদরে ঝুলে থাকা প্রান্তে আগুন ধরে গেছে। প্রথমে ঢুকল মেয়েটা, কালো একটা কাপড়ে সমস্ত শরীর ঢাকা। মেয়েটার পিছনে বৃদ্ধা। তারও পোশাক একই রকম কালো। দ্রুত তারা এগিয়ে গেল বিছানার কাছে। মেয়েটার হাতে একটা বিশাল রামদা। খাটের উপর আমার দেহটা না পেয়ে দু'জনেই আমাকে এদিক সেদিক খোঁজা শুরু করল। বৃদ্ধার হাতের মোমবাতির আলোতে দেখলাম মেয়েটিকে এখন আর কমণীয় সুন্দরী লাগছে না, বরং ভয়ঙ্কর হিংস্র লাগছে।

আমি মরিয়া হয়ে এদিক সেদিক পালানোর উপায় খুঁজতে লাগলাম। কমোডের উপর সিস্টার্নের পাশ দিয়ে একটা স্কাইলাইট দিয়ে তারার আলো দেখা যাচ্ছে। সময় অত্যন্ত অল্প। ঝট করে কমোডের উপর উঠে সিস্টার্নটা ধরে তার উপরে উঠে পড়লাম। আর ঠিক তখনই বাথরুমের দরজা খুলে গেল।

আমার ঠিক নীচে এসে মেয়েটি রামদা উঁচিয়ে বীভৎস চিৎকার করছে। তার কিছুই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ মেয়েটা বাংলায় বলে উঠল, 'নাম। রক্তের মানুষ রক্ত দিয়া যা।'

ভয়ে আমার শরীরের রোম খাড়া হয়ে গেল। কনুই-এর গুঁতোতে স্কাইলাইটের কাঁচের জানালা ভেঙে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। যা থাকে কপালে। সাঁই করে বাতাস কেটে পড়লাম নরম কীসের উপর। এটা একতলার ছাদ। আতঙ্কের উপর আতঙ্ক। ছাদের উপর বিছিয়ে আছে একরাশ গলিত মৃতদেহ। তারই একটার উপর পড়েছি আমি। লাশগুলোর কোনটা পুরানো, কোনটা সদ্য মৃত। সম্ভবত সবাই ছিল আমারই মত। একরাতেই অতিথি।

ছাদের চারপাশের রেলিংটা বেশ উঁচু। চেষ্টা করতে লাগলাম সেটা টপকাবার। এরমধ্যে দেখি স্কাইলাইট দিয়ে মেয়েটি বেরিয়ে আসছে। ছাদে মেয়েটির পা যখন স্পর্শ করল ঠিক তখনই আমি রেলিং-এর উপর শরীরটা তুলে নিতে পারলাম।

মেয়েটি প্রচণ্ড উল্লাসে রামদা দোলাতে দোলাতে আমার দিকে দৌড়ে এল। ভয়ঙ্কর একটা আঘাত অনুভব করলাম হাতে। পরক্ষণেই অনুভব করলাম নীচে পড়ে

যাচ্ছি আমি ।

পড়েই উঠে দাঁড়ালাম কোন মতে । অন্ধকারে কোন দিকে দৌড়াচ্ছি বুঝতে পারলাম না । কতক্ষণ দৌড়েছি জানি না, তবে জানি জ্ঞান হারানোর আগ পর্যন্ত থামিনি ।

ঘাটাইল সি.এম.এইচ.-এ জ্ঞান ফিরলে রণি আর নাদিয়া জানতে চাইল সমস্ত ঘটনা । নাদিয়া আরও সুন্দর হয়েছে । অবশ্য সে আগে থেকেই সুন্দর । একবার বুয়েটে লেভেল পূর্তিতে রানী নির্বাচিত হয়েছিল সে । আমি ওদের বললাম না ভয়ঙ্কর সে কথা । বললে এটাকে ওদের কাছে 'আর্কির চিপা'-এর চাপা মনে হবে । অবশ্য পরদিন পেপারে একটা খবর পাওয়া গেল । 'মধুপুর জঙ্গলে অগ্নিকাণ্ড ।' অনেক গাছ, সেই সাথে একটা পুরানো বাড়ি পুড়ে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে । অনুমান করা হচ্ছে বিশ-পঁচিশ জন মানুষ ভস্মীভূত হয়েছে । মৃতদেহ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে । কেবল কিছু ধাতব তৈজসপত্র ছাড়া কিছুই সনাক্ত করার উপায় নেই । আশ্চর্য রকম ভারি কিছু জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে । একটি ব্রোঞ্জের বাতি পাওয়া গেছে, যার ওজন প্রায় পঞ্চাশ কেজি ।

MAKE YOUR OWN WORLD BY READING BOOK



নিচা নতুন সব বাংলা বই দ্রুত সফলভাবে ক্রয় কিনিতে পারুন

BANGLA EBOOK DOWNLOAD.COM

FREE BOOK

FOR MORE BANGLA EBOOKS

VISIT

www.BanglaEbookDownload.com